JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

আফসার আমেদের 'আত্মপরিচয়' উপন্যাসে ধর্ম ও নারীর অবস্থান

অমরেশ বিশ্বাস, গবেষক, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ : মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে একজন পুরুষ নিজের মন-মর্জি মতো স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরবর্তী তিনমাস পর্যন্ত স্বামীর পক্ষ থেকে পূর্বতন স্ত্রীর ভরণপোষণের খোরপোশ বরাদ্দ হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট শাহবানু মামলায় যুগান্তকারী রায় দিয়েছিল যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের পরেও স্বামীর পক্ষ থেকে পূর্বতন স্ত্রীকে আজীবন খোরপোশ দিতে হবে। আফসার আমেদের 'আত্মপরিচয়' উপন্যাসে, বিষয়ের কেন্দ্রে রেখেছেন মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদের জটিলতাকে। বাস্তবিকভাবেই সুপ্রিম কোর্ট এদেশের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোয় নারীর দুর্বল ও অসহায় অবস্থানের ভিত্তিতে শাহবানু মামলায় রায় দিয়েছিল। উপন্যাসে মালেকা নিজের জীবনের সংকটের মধ্যে বুঝতে পেরেছিল তালাক পরবর্তী আজীবন খোরপোশের ব্যবস্থা যেমন একদিকে পুরুষটিকে স্বেচ্ছাচারীভাবে তালাক দিতে বাধা দেবে এবং যদি স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তও হয়, তবুও জীবনধারণে তার অর্থনৈতিক অসুবিধা থাকবে না। কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের সমাজপতিদের চাপে এই আইন তৎকালীন সরকার কর্তৃক বদলে দেওয়া হয়। এই সংকটকে কেন্দ্র করেই মালেকার আত্মপরিচয় আবিষ্কারের কাহিনি উপন্যাসটি।

সূচক শব্দ : শরিয়ত, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, সুপ্রিম কোর্ট, শাহবানু মামলা, তালাক, খোরপোশ, কোরান, হাদিস, ইজমা, কিয়াস

আফসার আমেদের 'আত্মপরিচয়' উপন্যাসে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদের জটিলতা ফুটে উঠেছে। শুধু বিবাহ-বিচ্ছেদ নয়, লেখক এই উপন্যাসে সচ্ছল মুসলিম পরিবারের অন্দরমহলের যে ছবি তুলে ধরেছেন যা নিছকই পিতৃতন্ত্র এবং ধর্মতন্ত্রের অচলায়তন, যেখানে নারীর স্বাধীনতা বলে কিছু নেই, দাসীত্ব আর বিবিত্বের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। উপন্যাসে রক্ষণশীল হাজিবাড়িতে মেয়েদের কঠোরভাবে পর্দা পালন করতে হয়, পুরুষের মুখের ওপর কথা বলার নিয়ম নেই। এই বাড়ির বড়োবধূ মালেকা স্নান করার পরও ভিজে মাথাতে কাপড় রাখে, এছাড়াও, "কেনা ব্লাউজের ঝুল ছুঁচ সুতো ধরেই নিজেই বাড়িয়ে নেয়, যাতে ব্লাউজ পিঠ ঝাপিয়ে ঢেকে যেতে পারে। কুঁচি দিয়ে শাড়ি পড়া এখানে চলে না। এ নিয়মের বাইরে কোনদিন যায় নি"।[১]

বাড়ির সেজবউ শায়রা, হাজিবাড়ির রক্ষণশীলতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি তাই দিনে-দুপুরে খুন হয় শশুরবাড়ির লোকেদের হাতে। মালেকার চোখের সামনেই এই খুনের ঘটনা ঘটে, সে এই অন্যায়কে সমর্থন করতে পারেনা। নিষ্ঠুর অমানবিকতা ও ধর্মান্ধতার সঙ্গে মালেকার সংবেদনশীল মনের সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। শশুর, শাশুড়ি, ভাসুর, স্বামী সবাই এই নৃশংস খুনকে ধামাচাপা দিয়ে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়, কিন্তু মালেকা মানতে পারে না।

মালেকার আত্মসচেতনতাই উপন্যাসের মূল বিষয়, মালেকার মানুষ হিসেবে, নারী হিসেবে আত্মপরিচয় আবিষ্কারের কাহিনি এটি। হাজি সাহেবের বাড়ির লোকেদের কোনো পাপবোধ নেই। এই অবস্থায় বাড়ির বড়োবধূ মালেকা নিজের আত্মবিচার, আত্মসমীক্ষা এবং আত্মপরিচয়কে প্রাধান্য দিয়েছে।[২] বাড়ির সকলের থেকে স্বামী আলালকে মালেকা আলাদা ভেবেছিল, কিন্তু আলাল যখন এই হত্যাকাণ্ডকে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়, তখন মালেকার মনে হয় তাদের দাম্পত্যে আত্মিক মিল যখন কিছুই নেই, তবে, "আলালের তাহলে কীসের প্রয়োজন তাকে?"।[৩] শুধু শরীর বা সন্তান উৎপাদনের উপায় হিসেবে নারী-পুরুষের সম্পর্ক হয় না বলেই জানে মালেকা। সে একটা হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ির সকলের নীতিহীনতায় শিউরে উঠেছিল, অন্তত আলালকে এই পাপ থেকে সরিয়ে, তার মধ্যে অনুশোচনা গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলালের কোনোরকম অনুশোচনা নেই। মালেকা উপলব্ধি করে তার পক্ষে আলালের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব নয়। এ বাড়িতে থাকলে সেও সেজবউ শায়রার মতো খুন হয়ে যেতে পারে। মালেকা পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পায় সুপ্রিম কোর্টের শাহবানু মামলার রায়-তে। এই যুগান্তকারী রায়ে বলা হয়, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে স্বামীর পক্ষ থেকে আজীবন ভরণপোষণের খোরপোশ বহন করতে হবে। অথচ মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে এটা স্বীকৃত ছিল যে, তালাকপ্রাপ্তির পরে মাত্র তিন মাস পর্যন্ত স্বামীর, পূর্বতন স্ত্রীকে ভরণপোষণের খরচ দিতে হবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে স্বামীকে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর জন্য আজীবন ভরণপোষণের খোরপোশ বহন করতে হবে। মালেকা এতে খুশি হয়, কিন্তু হাজিবাড়িতে এটা নিয়ে অসন্তোষের আবহ গড়ে ওঠে — "দেশে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে গেছে। শাহবানু মামলা। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে হবে। এই রায় নিয়ে হাজিবাড়িতে সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে এক অসন্তোষ জমা হয়েছে"।[৪] সুপ্রিম কোর্টের এই রায় মালেকার মনে সাহস সঞ্চার করে, মালেকার মনে হয়, তার সঙ্গে মতান্তরের পর আলাল তাকে হঠাৎ করে তালাক দেবে না, অথচ সেজবউকে খুন করার বিষয়ে আলাল, বাড়ির ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত না হলে তার সঙ্গে বিপ্রতীপ সম্পর্ক নিয়ে মালেকার এখানে থাকা সম্ভব হবে না। সে শাহবানু মামলার রায়ের জোরেই আলালের সঙ্গে লড়াই করতে চায়। আলাল যদি তালাক দেয় তো দেবে, সে খোরপোশ দাবি করবে। যখন বুঝতে পারে আলালের সঙ্গে দাম্পত্য বন্ধনে আর থাকা যাবে না এবং শ্বশুরবাড়িতে থাকলে সেও সেজবউ শায়রার মতো খুন হবে, তখন দম-বন্ধ-করা পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে, মালেকা একসময় পিতার ঘরে সকলের অজান্তে পালিয়ে যায়।

মালেকা নিজে খুবই ধর্মনিষ্ঠ কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করে শরিয়ত বিরোধী হলেও শাহবানু মামলা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের একটা মূল্য আছে। এই রায়ের বিপক্ষে

মৌলবাদীরা ক্ষেপে উঠলেও নিজের জীবনের ক্ষেত্রে এটা দরকারি মনে করেছে। এই মামলার রায় থেকেই মালেকা নিজের অসহায়তার বোধ অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। সে মনে করে আলাল তাকে তালাক দিলেও শূন্য হাতে ঘর থেকে বের করে দিতে পারবে না এবারে। তাই খোরপোশের নিরাপত্তা থেকে মনে জোর পায় মালেকা।

কিন্তু ইতিমধ্যেই মুসলিম সম্প্রদায়ের সমাজপতিরা সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করে। দেশের সরকার চাপের মুখে পড়ে এই রায়কে বদলে দিয়ে নতুন মুসলিম মহিলা বিল আনে। এই নতুন আইন অনুযায়ী তালাক দেওয়ার পর, স্বামীকে আজীবন খোরপোশ দিতে হবে না। তালাক প্রদানের পরের তিনমাস পর্যন্ত শুধু খোরপোশ বরাদ্দ হবে স্ত্রীর জন্য। তালাক দেয়ার তিনমাস পর থেকে বর্জিত স্ত্রীর খোরপোশের দায়িত্ব নিতে হবে স্ত্রীর বাবা-মাকে, বাবা-মা নাহলে ভাই-বোনকে। এখানে অদ্ভুত ব্যাপার, যে তালাক দিচ্ছে যেন তার কোনো দোষ নয়, দোষ বাবা-মা ভাই-বোনের। ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের অধিকাংশই দরিদ্র, সেখানে স্বামীপরিত্যাক্ত কন্যা বা বোন বা দিদির জন্য আর্থিক দায়ভার বহনের ক্ষমতা কতজনের আছে।[৫] শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল সেটা নিঃসন্দেহে এ দেশের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোয় নারীর দুর্বল এবং অসহায় অবস্থানের কথা ভেবে। এতে এদেশের বহু নারীর ক্ষেত্রে শোষণ-বঞ্চনা হয়তো কিছুটা দূর করা যেত এবং নারীর অধিকারকে আরও প্রশস্ত এবং সুরক্ষিত করা যেত। উপন্যাসে মালেকা কিন্তু এই শাহবানু মামলার রায়ের জোরেই মনে সাহস সঞ্চয় করেছিল এবং স্বামী আলালের সঙ্গে লড়াই করতে উদ্যোগী হয়েছিল।

মালেকা, দেশের সরকারের এই মুসলিম মহিলা বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্তে প্রথমে হতাশ হলেও শেষ পর্যন্ত আইনি পথেই স্বামী আলালের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছে। এই আইনি সাহায্য নিতে মালেকার পরিচয় হয় উকিল জাভেদের সঙ্গে। জাভেদ যুক্তিবাদী উদার মানুষ। সে শরিয়তের অন্ধ বিধানকে মেনে নিতে পারে না। সুস্থ, মঙ্গলময় জীবনের সত্যকে ধর্মের মধ্যে খুঁজতে চায়। আইন ব্যবসায়ী হিসেবে শরিয়তের উৎস সম্পর্কে জাভেদের বক্তব্য, "মুসলমানদের শরীয়ত আইনের উৎপত্তি আমি খুঁজে বের করেছি, তার পেছনে কতগুলো ইতিহাসের অধ্যায় আছে—বানানো কিছু ব্যাপার আছে। সকলে কিন্তু জানে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন কোরান থেকে নেয়া। আসলে তা নয়। কোরানে মোট ৬০০০ বাক্য আছে, ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কিত বাক্য, মাত্র ৮০ টি বাক্যে পাওয়া যায়—১২০ টি বাক্যে এই আইনের ক্ষীণ ইঙ্গিত দেয়া আছে... শরীয়তের আইন হাদিসকে ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু মুসলমান শাসকদের হস্তক্ষেপ আছে, ইচ্ছেমত হাদিস রচনায়। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর ২৮০ বছর পর পর্যন্তও হাদিস রচনা হয়।... ইতিহাসের এক এক পর্বে শরীয়তী আইন তৈরি হয়েছে। আমি বলব কোরানকে মূল উপজীব্য করে আইন তৈরি হয়নি"।[৬] আর শরিয়তের বিধান অনুযায়ী নারীরাও তালাক দেবার অধিকারী হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এই আইনের প্রয়োগ ঘটেই না। কোরান, হাদিস ছাড়াও আরও দুটি পথে আইন প্রণয়ন হতে পারে। এক হলো 'ইজমা' — কোরান এবং হাদিসে সমাধান না মিললে শাস্ত্রকারদের সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত হলো 'ইজমা'। দুই হলো 'কিয়াস' — কোরান, হাদিস এবং 'ইজমা' দ্বারা সমাধান না হলে জ্ঞান এবং বিবেক বুদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। জাভেদের মতে সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল 'কিয়াস'

এর বিবেক বুদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তালাকপ্রাপ্ত নারীর ভরণপোষণ দেওয়াটাই কর্তব্য। যেখানে পুরুষ একের পর এক বিবাহ করতে পারে আবার ইচ্ছেখুশি মতো তালাকও দিতে পারে। এ সকল নারীরা সহায়সম্বলহীন হলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়।

মালেকার পিতৃগৃহে পালিয়ে যাওয়ার পূর্বে আলাল তাকে প্রচন্ড মারধোর করেছিল। আলাল মালেকার উপর অত্যাচার করেছে। আলালের ইচ্ছা অনুযায়ী না চললে মালেকাকে সে তালাক দিয়ে ছেড়ে দিতে পারে নিজের খেয়ালে। পুনরায় বিয়ে করতে পারে। তবুও মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের সুবাদে আলাল কোর্টের চোখে দোষী হবে না। মালেকা জানে হাজিবাড়ি থেকে সে তালাক বা খোরপোশ কোনোটাই পাবে না তবুও সে, জাভেদের সহায়তায় আইনিপথে লড়াই করতে অগ্রসর হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি মুসলিম অন্দরমহলে নারীর স্বাধীনতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যহরণকারী পর্দাপ্রথা জোরালোভাবে বিদ্যমান। ধর্মীয় ঐতিহ্যের কারণেই নারীকে পুরুষের নিকট দাসানুদাস হয়ে থাকতে হয়। আর এই ধর্মীয় ঐতিহ্যের জন্যই পুরুষেরা নারীর স্বাধীন চিন্তাভাবনাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করে। আমাদের দেশে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের সুবাদে পুরুষেরা অনেক সুবিধাভোগী আর এভাবেই এই আইনের মাধ্যমে নারীপীড়ন ঘটে এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। প্রাগাধুনিক যুগে যে আইন তৈরি হয়েছিল সেই আইন অনুযায়ী সমাজব্যবস্থা অধুনা সময়েও চালনা করা কতটা যুক্তিযুক্ত আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। আমাদের দেশের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোয় নারীদের যে দুর্বল এবং অসহায় অবস্থান, সেই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের শাহবানু মামলার রায়ের গুরুত্ব ছিল। এই আইনের মাধ্যমে হয়তো নারীর শোষণ-বঞ্চনা কিছুটা বন্ধ করা যেত, নারীর অধিকারকে আরও কিছুটা সুরক্ষিত করা যেত।

তথ্যসূত্র

১। আফসার আমেদ, আত্মপরিচয়, কলকাতা, দে'জ, ১৯৯০, পৃ ৪৯

২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, ৫ম সং, কলকাতা, দে'জ, ২০১৬, পৃ ৩৬৭

৩। আফসার আমেদ, আত্মপরিচয়, কলকাতা, দে'জ, ১৯৯০, পৃ ১১০

৪। তদেব, পৃ ১১৮

৫। জিয়াদ আলী, মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ ও ভারতীয় সমাজভাবনা, কলকাতা, নবজাতক, ১৯৮৬, পৃ ৯২, ৯০

৬। আফসার আমেদ, আত্মপরিচয়, কলকাতা, দে'জ, ১৯৯০, পৃ ১৯২-৯৪